দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া

# ঢাকা ভার্সিটির নয়া ভিসি'র দায়িত্বভার গ্রহণ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া গতকাল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। এতে

২-এর পাতায় দেখুন

# ঢাকা ভা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমস্যার সাময়িক সমাধান হলেও অন্য সমস্যার জন্ম হয়।

গতকাল সকালে নয়া উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান গত অক্টোবার চ্যান্সেলর কর্তৃক পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে চ্যান্সেলর এ আদেশ দেন।

## জীবন বৃত্তান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ১৯৩৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বিএসসি পাস উত্তীর্ণ হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগে এমএসসি'তে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এমএসসি পাস করেন। পরে তিনি প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের (রাকসু) প্রথম সহ-সভাপতি হন। এ সময় তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে তিনবার সদস্য এবং দু'বার বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। তিনি গত নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হন।

## ক্যাম্পাসে মিষ্টি

সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের বিদায়ে গতকাল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান ও কেন্দ্রীয় নেতা নাজিম উদ্দিন আলম।

এ সমাবেশ শেষে সংগঠনের উদ্যোগে মধুর কেন্টিন এলাকায় আলাউদ্দিনের মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

## ব্যাপক পুলিশ

গতকাল সকালে মধুর কেন্টিন এলাকাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে উপাচার্য ভবনের ভেতরে স্থায়ীভাবে রাখা পুলিশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। গতকাল দুপুরে একটি গাড়ীতে উপাচার্য ভবনের ভেতরের পুলিশকে বিদায় নিতে দেখা যায়। তবে উপাচার্য ভবনের বাইরে এখনও পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আজ রোববার সকাল দশটায় ডাকসু'র সভা আহবান করা হয়েছে।

## নয়া উপাচার্যের আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া গতকাল এক আবেদনে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি আজ অনেকখানি ম্লান এবং একে বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার করা সুকঠিন উল্লেখ করে বলেন, সশস্ত্র সন্ত্রাসের ফলে গত কয়েক বছরে এক ডজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ এখানে প্রাণ হারিয়েছেন, আমরা সন্তানহারা পিতা-মাতাকে এর কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। দেখা গেছে, এ ব্যবস্থায় সমস্যার সাময়িক সমাধান হয় কিন্তু তা আবার অন্যান্য সমস্যার জন্ম দেয়। এর ফলে শিক্ষা বছর প্রলম্বিত হয়ে সেশন-জট সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষা জীবন শেষ করেও ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরি পাচ্ছে না, তাতে বাড়ছে তরুণদের মাঝে হতাশা আর তা থেকে অপরাধ প্রবণতা। সমস্যা আরো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলো প্রায় সবই জরাজীর্ণ, ছাত্রদের পরিবহণ ব্যবস্থা নিতান্তই

# র্সটির নয়া

অপ্রতুল, আবাসিক হলগুলোতে যে সব ছাত্র-ছাত্রী বাস করে, খাবার ও বাসস্থানের মান, উভয় বিচারেই তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে, শিক্ষকদের শতকরা ৬০ ভাগের ক্যাম্পাসে কোন আবাসিক সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়নি, তাঁদের পরিবহণ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। রাতে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা একটি প্রেতপুরীর রূপ নেয় বললে অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা উপকরণের চাহিদা মেটানো যায়নি, পরীক্ষাগার ও গ্রন্থাগারগুলো সুসজ্জিত বা আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়নি, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন পাঠক্রম বা বিভাগ বা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের গৃহীত ব্যবস্থা আদৌ আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছেনি, অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমানের তুলনায় আরো বেশী। এখানকার প্রায় এক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত উন্নতমানের।

যৌক্তিক পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি পুনর্বার তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব কিছুর পূর্বশর্ত হচ্ছে এর স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল ও অব্যাহত রাখতে হবে। আর তারও পূর্বশর্ত হচ্ছে এখান থেকে সব রকম সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে হবে। তবে এ কথা সকলের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সশস্ত্র সন্ত্রাস দমনের কোন কার্যকর মাধ্যম নেই, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে এখানকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই। কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এরূপ অবস্থার মধ্যেই এ জাতির ও সমাজের কল্যাণ নিহিত। আর তাই ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক, সরকার, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সংগঠন তথা সকল দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আসুন অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক, আদর্শিক বা অন্য কোনরূপ মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাই এবং জনমতের সৃষ্টি করি যেন আর কোন মা-বাবাকে অশ্রুসজল নয়নে তার সন্তানের লাশ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়। আমি মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধির ওপর আস্থাশীল, আর তাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ সবিনয় আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনার, আমার এবং আমাদের সকলের এ প্রিয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার সকল আবিলতা, পঙ্কিলতা ও গ্লানি থেকে উদ্ধার করতে সবার কাছ থেকে প্রার্থিত সহযোগিতা পাব।